দৈনিক খবর

তারিখ 20 JUN 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৯

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র ছাত্রী হল —খবর

# উপাচার্য ও কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ

## ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়—৩

● শাহজাহান আলম (সাজু) ও মতিউর রহমান পান্টু ● ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চরম পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রকৃত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ তো করেইনি বরং সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে বিচার চাইতে গিয়ে উল্টো ৪ জন ছাত্রনেতাকেই সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশের কঠোর আইনে মিথ্যা মামলার শিকার হতে হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, গত ১০ই এপ্রিল ভর্তি পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে ইসলামী ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র কর্মীরা ছাত্রলীগ (ম–ই) নেতা সাদ্দাম হোসেন হল শাখার আহবায়ক ফেরদৌস আহমেদ চৌধুরীকে ছুরিকাঘাত করতে উদ্যত হলে ছাত্রলীগ কর্মীরা তাকে বাঁচানোর জন্যে এগিয়ে এলে শিবিরের সন্ত্রাসীরা ছাত্রলীগ কর্মীদের ওপর আক্রমণ চালায়। ফলে ছাত্রলীগ নেতা হান্নান ও শামসুল আহত হন। ঘটনাস্থল থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে উপাচার্য অধ্যাপক আঃ হামিদ অবস্থান করেন। তা সত্ত্বেও তিনি ঘটনাটি নিষ্পত্তি করার চেষ্টা না করে নিরাপদ দূরত্বে চলে যান। ছাত্রলীগ কর্মীরা উপাচার্যের কাছে ঘটনার বিচার প্রার্থনা করলে এক পর্যায়ে তাদের সাথে উপাচার্যের উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় বলে জানাগেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সূত্রে বলা হয়, উত্তেজিত ছাত্ররা উপাচার্যকে লাঞ্ছিত করে। অপরদিকে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শিবিরের সন্ত্রাসীরা ছাত্রলীগ কর্মীদের ওপর আক্রমণ চালালে ছাত্রলীগ কর্মীরা প্রাণ রক্ষার্থে উপাচার্যের কাছে সাহায্য কামনা করতে গেলে উপাচার্য তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেন এবং এক পর্যায়ে ছাত্রদের সাথে কথা কাটাকাটি হয়। উপাচার্যকে লাঞ্ছিত করার অভিযোগ ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে অস্বীকার করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অভিযোগ অনুযায়ী উপাচার্যকে লাঞ্ছিত করার ঘটনার কিছুক্ষণ পরই (১০–৪–৯৩ই) দুপুর ১২ টায় উপাচার্যের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এক যৌথ জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার বিবরণে জানা গেছে, উপাচার্য সভার শুরুতেই সংঘটিত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেন এবং তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়েছে বলে সভায় সকলকে অভিহিত করেন। একটি বিশস্ত সূত্রে জানা গেছে, সভায় শিবিরের সন্ত্রাসীদের কর্তৃক ছাত্রলীগ নেতাকে আক্রমণের জের হিসেবেই উপাচার্য লাঞ্ছিত হয়েছেন বলে মতামত ব্যক্ত করা হয়। সভায় উপাচার্য লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনার নিন্দা জানানো হয় এবং ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার জন্যে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

ঘটনার পরের দিন ১১ই এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মীর মুনিরুজ্জামান বাদী হয়ে কুষ্টিয়া সদর থানায় ছাত্রলীগের শীর্ষস্থানীয় ৪ জন নেতাকে আসামী করে সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশ ১৯৯২ আইনে একটি মামলা দায়ের করেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আহূত শিক্ষক কর্মকর্তা–কর্মচারীদের সভায় মামলা দায়েরের কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত না হলেও ঘটনার পরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বাদী হয়ে যে মামলা দায়ের করেছেন সেখানে উল্লেখ্য করা হয়েছে আসামী ১। মোঃ আফছার আলী (সাংগঠনিক সম্পাদক, ছাত্রলীগ, ইসঃ বিশ্বঃ শাখা) ২। আনোয়ার হোসেন স্বপন (গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক) ৩। আজিজুল হাছান (জাতীয় পরিষদ সদস্য) ৪। মীর জিল্লুর রহমান (যুগ্ম–সম্পাদক) গত ৯ই এপ্রিল উপাচার্যের কাছে মোটা অংকের অর্থ চাঁদা হিসেবে দাবী করে। উপাচার্য আঃ হামিদ সরাসরি তা নাকচ করেন। পরদিন ১০ই এপ্রিল আবারো উল্লেখিত আসামীগণ উপাচার্যের কাছে মোটা অংকের অর্থ চাঁদা বাবদ দাবী করে উপাচার্য চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে আসামীগণ উপাচার্যের ওপর চড়াও হয়। আসামীদের হাত থেকে উপাচার্যের পিয়ন আব্দুল খালেক তাকে রক্ষা করে। আসামীদের এলোপাতাড়ি কিল–ঘুষিতে পিয়ন আঃ খালেক আহত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আহূত সভায় চাঁদাবাজি এবং মামলা দায়েরের কোন কথা উল্লেখ না থাকলেও রেজিস্ট্রার কর্তৃক চাঁদাবাজির কাল্পনিক অভিযোগে মামলা দায়েরের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের হতবাক করেছে। তাছাড়া উপাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার লক্ষ্যে যেখানে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে, সেখানে তদন্ত কমিটি কাজ শুরু করার পূর্বেই কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৪ জন ছাত্রনেতাকে চিহ্নিত করে মামলা দায়ের করেন?

পুলিশ ইতিমধ্যেই ভার্সিটি ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আফছার আলীকে গ্রেফতার করেছে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক আঃ হামিদ মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের ছাত্র সংগঠনগুলোকে ধ্বংস করে দিয়ে স্বাধীনতা বিরোধী জামায়াত–শিবিরকে ক্যাম্পাসে প্রতিষ্ঠিত করার সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই ছাত্রলীগের ৪ জন নেতাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগে তথাকথিত সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশে মামলায় জড়ানো হয়েছে।

সম্প্রতি সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়, বর্তমান উপাচার্যের প্রত্যক্ষ মদদে ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাসীরা ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করলেও তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এমনকি অস্ত্রসহ শিবির নেতা গ্রেফতার হবার পরও উপাচার্য তদবির করে তাদের কারাগার থেকে ছাড়িয়ে এনেছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলা হয়, সন্ত্রাসীদের হাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে সাবেক ডেপুটি রেজিস্ট্রার মাহবুব তরফদার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে চলে গেছেন। সাবেক রেজিস্ট্রার মুস্তাক উদ্দীন আহমেদও সন্ত্রাসীদের হাতে মারাত্মকভাবে লাঞ্ছিত হয়ে চাকরি ছেড়ে চলে গেছেন। এ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা গোলাম সাকলায়েন সন্ত্রাসীদের হাতে রক্তাক্ত ও জখম হয়েছেন। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ডঃ রেজাউল করিমকে শিবিরের সন্ত্রাসীরা লাঞ্ছিত করে জোরপূর্বক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

জনসংযোগ কর্মকর্তার কক্ষ থেকে শিবিরের সন্ত্রাসীরা জোরপূর্বক বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০০ ডাইরী লুট করে নিয়ে যাবার পরও ঘটনার কোন বিচার করা হয়নি। এমনকি থানায় একটি এজাহারও দায়ের করা হয়নি। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে তল্লাশী চালিয়ে শিবিরের কক্ষ থেকে বিপুল পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হলেও কোন মামলা দায়ের করা হয়নি। অথচ উপাচার্যের সাথে সামান্য কথা কাটাকাটিকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের ৪ জন নেতার বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশে মামলা দায়েরের ঘটনা সকলকেই হতবাক করেছে।